আজকের কাগজ

তারিখ 02 NOV 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

জামাত—শিবিরের নয়া টার্গেট দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলো

সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার নামে কোমলমতি ছাত্রদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে

কুষ্টিয়া থেকে শাহ আরিফ নিশির ঃ জামাত-শিবির মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট চক্র তাদের সুদূরপ্রসারী নীল নকশানুযায়ী এবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো দখলের খেলা শুরু করেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে সন্ত্রাসী প্রক্রিয়ায় দখল নেয়ার চেষ্টা চালালেও এবারের মাধ্যমিক বিদ্যালয় দখল প্রক্রিয়ায় তারা নিয়েছে ভিন্ন পথ। শুরু করেছে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার নাম করে একাত্তরের মিথ্যে ইতিহাস ও জামাত-শিবির বিষয়ক প্রশ্ন বিশিষ্ট সাধারণ জ্ঞান প্রশ্নমালার বাধ্যতামূলক বিতরণ প্রক্রিয়া। অবশ্য এক্ষেত্রে বেসরকারি বিদ্যালয় অপেক্ষা সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বেশি সুবিধা হচ্ছে জামাত-শিবির চক্রের। তারা সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের দিয়ে ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ করে বাধ্যতামূলক ভাবে জোরপূর্বক ছাত্রদেরকে এ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাচ্ছে মাত্র দ' টাকার বিনিময়ে। এ ধরনের দখল খেলা চলছে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলাগুলোতে। বিশেষ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জোন, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ি, মাগুরা, যশোরসহ বিভিন্ন জেলাগুলোতে জোরপূর্বক বিক্রি করছে এ প্রশ্নপত্র মৌলবাদী চক্র। এতে সংগঠনের ফান্ডে আসছে টাকা, পাশাপাশি দলের প্রতি নতুন প্রজন্মকে আসক্ত করাও যাচ্ছে। আর দলের সঙ্গে নতুন ছাত্রদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সখ্যতার সৃষ্টি হচ্ছে যাতে নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বিষয়ে বিভ্রান্ত করাও সহজ হচ্ছে। কেননা প্রশ্নগুলোর অধিকাংশ জামাত-শিবির গোলাম আযম বিষয়ক। আর প্রতিটি জেলার স্কুলগুলোতে সরবরাহ করা প্রশ্নমালাগুলো তাদের স্ব স্ব জেলা শাখার সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের দফতরে পাঠানোর জন্যে বলা হয়েছে। তবে বিষয়ক ও দুঃখজনক বিষয়গুলো প্রতিটি সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা জোরপূর্বক এ ধরনের তৎপরতার প্রতিবাদ না করে সহযোগিতা করছে যা সরকারি চাকরির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ রকম ঘটনা ঘটেছে কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে। এখানে এ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের জন্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে নোটিশ করা হয়েছিলো এবং ছাত্রদেরকে আকর্ষণীয় পুরস্কার আছে সে প্রলোভনও দেখানো হয়েছিলো। সাধারণ ছাত্ররা প্রতিবাদ করেও ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে জামাত-শিবির চক্র তাদের সংগঠনের প্রচারণা ও অর্থ আয়ের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার কাজগুলো সুন্দরভাবে সমাধা করে যাচ্ছে। জানা গেছে, কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে মৌলবাদী শিক্ষকরা এ কাজটি শুরু করেছে। আর প্রধান শিক্ষক সনাতন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাকে হুমকি দিয়ে এ কাজ সাধার জন্যে নোটিশ করানোও সহজ হয়েছে। এ রকমভাবে চলছে দেশব্যাপী জামাত-শিবিরের খেলা।